অধ্যায় ৯ : কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'—২

বিন্যাস ক্রম

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৯.২ পরিচিতি
৯.৩ সাধ্যসাধন তত্ত্ব
৯.৪ শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব
৯.৫ শ্রীরাধা তত্ত্ব
৯.৬ প্রেমবিলাসবিবর্ত
৯.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ
৯.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৯.৯ অতিরিক্ত পঠন
৯.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৯.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৯.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- বৈষ্ণব দর্শনজাত সাধ্য-সাধন তত্ত্বের মূল বিষয় সম্পর্কে অবগত হবেন।
- 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ অনুসরণে কৃষ্ণ তত্ত্ব বুঝতে সমর্থ হবেন।
- গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আরাধ্য যে রাধিকা, সেই রাধা তত্ত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।
- রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের সার যে প্রেমবিলাসবিবর্ত তত্ত্ব তাকে সরলীকরণের দ্বারা অনুধাবন করবেন।

৯.২ পরিচিতি

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। চৈতন্যদেব নিজে কোন গ্রন্থ লিখে না গেলেও চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে প্রভূত জীবনীমূলক গ্রন্থ লেখা হয়েছে এমনকি চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের গতিপথ পরিবর্তন করেছে। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে লেখা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জীবন সম্পর্কে নানান দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি যেমন ফুটে উঠেছে

তেমনি কৃষ্ণ তত্ত্ব, রাধা তত্ত্ব, সাধ্য-সাধন তত্ত্ব এবং সর্বোপরি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভাষ্য ফুটে উঠেছে।

৯.৩ সাধ্যসাধন তত্ত্ব

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ই হল সাধ্য-সাধন তত্ত্বের উন্মেষ। গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, সেই সময় উভয়ের মধ্যে সাধ্য-সাধন তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা হয়। সেই আলোচনায় মহাপ্রভু প্রশ্ন করেছেন আর রামানন্দ তার উত্তর দিয়েছেন। জীবের পুরুষার্থ অর্থাৎ অভীষ্ট বা কাম্যবস্তুই হল সাধ্য, আর সেই অভীষ্ট বা কাম্য বস্তু লাভ করার জন্য যে উপায় বা পথ অবলম্বন করতে হয় তাই হল সাধন। জীবের কাম্য বা সাধ্য বস্তু কী এবং তা লাভের জন্য উপায় বা সাধন কী তা নির্ণয় করার তত্ত্বই হল সাধ্য-সাধন তত্ত্ব। মহাপ্রভু রামানন্দকে প্রথমেই প্রশ্ন করেছেন জীবের সাধ্য বস্তু কি তা প্রমাণ সহ আলোচনা করতে। উত্তরে রামানন্দ প্রথমেই বললেন, বিষ্ণু ভক্তি হল জীবের সাধ্য আর তার উপায় বা সাধন হল স্বধর্মাচরণ। কিন্তু মহাপ্রভুর মতে স্বধর্মাচরণ পরম-ধর্ম নয়, সেখানে দেহাবেশের কথা আছে, তার মধ্যে পুরুষার্থতা নাই। তাই প্রভু বলেছেন- 'এহো বাহ্য আগে কহ আর।'

দ্বিতীয় কথায় রামানন্দ বললেন, কৃষ্ণে কর্মার্পণের কথা। ফললাভের আশা পরিত্যাগ করে সমস্ত কর্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করে যে বস্তু লাভ হয় তাই শ্রেষ্ঠ সাধ্য। কিন্তু মহাপ্রভুর মতে নিষ্কাম হয়ে কৃষ্ণে কর্মার্পণ করে যে মুক্তিলাভ তা একান্ত নিজের মুক্তি, প্রেম সেখানে অনুপস্থিত, মূলে কেবল আত্মভাবনা। তাই প্রভু বলেছেন- 'এহো বাহ্য'। এরপর রামানন্দ বললেন, স্বধর্মত্যাগের কথা। কারণ বর্ণাশ্রমধর্ম হল স্বকাম, কৃষ্ণে কর্মার্পণ নিষ্কাম হলেও স্বধর্ম-কোনটিতেই শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু-লাভ সম্ভব নয়, সুতরাং শ্রেষ্ঠ সাধ্যের জন্য স্বধর্মত্যাগ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মহাপ্রভু একেও বাইরের বস্তু বললেন। কারণ এখানেও দেহাবেশ-এর কথা আছে। আবার দেহাবেশ থাকলে পরম পুরুষার্থ প্রেমের আবির্ভাব সম্ভব নয়। তাই প্রভু বলেছেন 'এহো বাহ্য'।

তখন রামানন্দ বললেন, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা। জ্ঞানের সঙ্গে মিশ্রিত ভক্তিই হল জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। কিন্তু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে তত্ত্বজ্ঞান থাকে যা ভক্তির পথে বিঘ্নস্বরূপ। তত্ত্বালোচনায় মন বেশি আকৃষ্ট হলে ভক্তির পথে তা বিঘ্নকর হয়। আর বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ সব সময়ই ভক্তিমার্গের বিরোধী-সেখানে ভক্ত বৈষ্ণবের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি নেই। তাই মহাপ্রভু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেও বাহ্যসামগ্রী বলেছেন। ফলত এবার রামানন্দ বললেন, 'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার।' জ্ঞানশূন্যা ভক্তি অর্থাৎ যে ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নাই সেই ভক্তিই হল শ্রেষ্ঠ, সাধন। এক কথায় রামানন্দের জ্ঞানশূন্যা ভক্তি হল-ভগবানের মহিমাদির, তত্ত্বাদির জ্ঞানশূন্যা ভক্তি। এবার রামানন্দের কথা শুনে মহাপ্রভু, আর 'এহো বাহ্য' না বলে বললেন-'এহো হয়, আগে কহ আর।' যে পরম রমণীয় শ্রীমন্দিরে সাধ্যবস্তুটি প্রতিষ্ঠিত এতক্ষণে যেন

তার কাছাকাছি এসে পৌঁছান গেছে, তাই যেন প্রভু বললেন, রামানন্দ, জ্ঞানশূন্যা যে ভক্তির কথা বললে তা ঠিক, এর পরে বিশেষ কিছু থাকলে বল।

তখন রামানন্দ বললেন, 'প্রেমভক্তি সর্ব সাধ্যসার'। প্রেমভক্তি অর্থাৎ প্রেমলক্ষণান্বিত ভক্তি। ভগবান কেবলমাত্র প্রেমই আশা করেন, প্রেমহীন নানাবিধ উপচারে তিনি কখনও প্রীতিলাভ করেন না। এখানে শুধু কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার সামান্যতম অবকাশও থাকে না। রামানন্দ যেন এতক্ষণে মহাপ্রভুকে শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে-মন্দিরে আরোহন করার প্রথম সোপানে এসে উপনীত করেছেন-কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। তাই মহাপ্রভু বললেন- 'এহো হয়, আগে কহ আর।'

রামানন্দ এবার বললেন, দাস্যপ্রেমের কথা। লক্ষণীয়, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-এই পাঁচটি ভাবের মধ্যে শান্তকে বাদ দিয়ে প্রথমেই দাস্যভাবের কথা বললেন। এর কারণ শান্তভাবে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা কিন্তু দাস্যভাবে নিষ্ঠা ও সেবা দুই-ই আছে। ব্রজের যে দাস্যপ্রেম সেখানে ঐশ্বর্যজ্ঞানের অবকাশমাত্র নেই, সেবাবাসনার ঋদ্ধিতেই তার বিকাশ। রামানন্দের এসব কথা মেনে নিয়েও প্রভু তার পরেও কিছু থাকলে তা জানতে চাইলেন।

রামানন্দ তখন সখ্যপ্রেমের কথা বললেন। শান্তভাবের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা ছাড়াও সখ্যে আছে সংকোচহীনতা যার অর্থ ঐশ্বর্যজ্ঞানশূন্যতা। সখ্যপ্রেমে ভক্ত ভগবানকে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন না, নিজেকেও ছোট বা হীন বলে মনে করেন না-নিঃসংকোচ, স্বচ্ছন্দ সেবারই সখ্যপ্রেমে প্রাধান্য, তাই সেখানে সেবা বাসনারও সম্যক বিকাশ। মহাপ্রভু একে 'এহোত্তম' বলেছেন, তবে আগে জানার ইচ্ছে প্রকাশ করেন।

রামানন্দ এরপর বাৎসল্যপ্রেমকেই সর্বসাধ্যসার বললেন। তাঁর মতে সখ্যের থেকেও বাৎসল্য বড়। কৃষ্ণ সেখানে সন্তান, নন্দ-যশোদার লাল্য পাল্য -তাঁদের সেই সস্নেহ রতিই বাৎসল্যপ্রেম। এখানে শিশু কৃষ্ণ কখনও নন্দরাজার পাদুকা মাথায় নিচ্ছেন, কখনও বা ক্ষুধায় কাতর হয়ে মা যশোদার আঁচল ধরে টানাটানি করছেন। সব শুনে প্রভুও ভাবলেন সখাদের প্রেম গাঢ় হলেও এত গাঢ় নয়। তবু সখ্যপ্রেমের থেকে বাৎসল্যপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্বের কথা মেনে নিয়েও তিনি বললেন বাৎসল্য প্রেমই শ্রেষ্ঠ, তবু এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ কিছু যদি থাকে তবে রামানন্দ তাই বলুন।

এতক্ষণে রামানন্দ বললেন, 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার'। কৃষ্ণ ভক্ত যখন কৃষ্ণকে প্রেমিক এবং নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের উপভোগ্য কান্তা মনে করে নিজের সকল সুখবাসনা পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের সুখের জন্যই নিজেকে উৎসর্গ করেন তাকেই কান্তাপ্রেম বলে। এই কান্তাপ্রেমে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের সংকোচহীনতা, বাৎসল্যের স্নেহ-মমতা ছাড়াও আছে কৃষ্ণের সুখের জন্য নিজের অঙ্গ দিয়ে সেবা-বাসনাও-তাই কান্তাপ্রেমই শ্রেষ্ঠ। এখানে কৃষ্ণকে সুখী-করাই একমাত্র কাম্য, তার জন্য নিজের অঙ্গ-

প্রদানেও কোন বাধা নেই। কান্তাপ্রেমই হল সেবাবাসনার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এসব শুনে প্রভু বলেছেন- "এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়, কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।" উত্তরে রামানন্দ বললেন- "ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।" মহাপ্রভু তখন প্রশ্ন তুললেন, রাধার প্রেম যদি সাধ্যশিরোমণি হবে তাহলে রাসমণ্ডলী থেকে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের ভয়ে রাধাকে গোপনে অন্য জায়গায় নিয়ে গেলেন কেন? যে প্রেম অন্যের ভয়ের আশঙ্কা রাখে সেই প্রেমের কখনও অবাধ বিকাশ ঘটে না। কিন্তু ঘটনা তো প্রকৃত পক্ষে তা নয়, শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে রাসমণ্ডলীতে দেখতে না পেয়ে অন্য গোপীদের উপস্থিতি উপেক্ষা করেই রাধার সন্ধানে চলে গেছেন। এতে সহজেই বোঝা যায় যে, শতকোটি গোপীর সমবেত প্রেম অপেক্ষা শ্রীরাধার প্রেমের গৌরব অনেক বেশি। আর এই জন্যেই রাধার প্রেম 'সাধ্যশিরোমণি'। মহাপ্রভু শ্রীরাধার প্রেমকে 'সাধ্যশিরোমণি' বলে মেনে নিয়ে এবার রামানন্দকে রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্বের কথা বলতে বললেন, সেই সঙ্গে রসতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধেও জানতে চাইলেন। রামানন্দও ক্রমশঃ সমস্ত তত্ত্বই ব্যক্ত করলেন। প্রথমে বললেন, কৃষ্ণতত্ত্বের কথা। শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান, সর্বকারণের প্রধান এবং অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড; অনন্ত বৈকুণ্ঠ এবং অনন্ত অবতারের আধার। এরপর বললেন রসতত্ত্বের কথা। শ্রীকৃষ্ণই রসিক শেখর, রসরূপে তিনি আস্বাদ্য আবার রসিকরূপে তিনিই আস্বাদক। তবু শ্রীরাধার প্রেম বিকাশের চরম পরাকাষ্ঠা বলে শ্রীরাধার সান্নিধ্যেই তাঁর মাধুর্যবিকাশের পরাকাষ্ঠা। তাঁর মাধুর্যের যে অত্যধিক বিকাশ তার হেতুও শ্রীরাধার প্রেম। সমস্ত রসের মধ্যে মধুররস বা শৃঙ্গাররসই সর্বোৎকৃষ্ট। শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার রসরাজ মূর্তিত্বের বিকাশ এবং সার্থকতা।

এরপর রামানন্দ রাধাতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্বের কথাও বললেন। কৃষ্ণতত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব যেমন একই বস্তু রাধাতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্বও তেমনি একই বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল হ্লাদিনী শক্তি, যার ঘনীভূত অবস্থাই হল প্রেম। প্রেম তাই পরম আস্বাদ্য। এই হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজে সুখ আস্বাদন করেন, এবং ভক্তগণকেও করান। প্রেমের ঘনীভূত অবস্থা হল ভাব, আর ভাবের ঘনীভূত অবস্থা মহাভাব। আর শ্রীমতী রাধাই হলেন সেই মহাভাবস্বরূপা।

রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব শোনার পর মহাপ্রভু রামানন্দের কাছে রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্বের কথা শুনতে চাইলেন। রামানন্দ বললেন, কৃষ্ণ হলেন ধীর ললিত গুণ সম্পন্ন; প্রেমের বিচিত্র লীলা খেলায় তিনি সর্বদাই নিয়োজিত। তবু মহাপ্রভুর তৃপ্তি নেই। এ বিষয়ে তিনি আরও বিশদভাবে শুনতে চাইলে রামানন্দ বললেন, এর পর তিনি আর কিছু জানেন না। তবে রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্বের গূঢ়তম রহস্য একটি আছে ঠিকই যা তিনি তাঁর একটি শ্লোকে বা গীতে ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছেন। যে রহস্যের ইঙ্গিত সেখানে দেওয়া হয়েছে তা প্রেমবিলাস বিবর্তের ইঙ্গিত। প্রেমজনিত কেলি বা বিলাসের চরমোৎকর্ষের অবস্থাকে বলে প্রেমবিলাস বিবর্ত। রামানন্দের মুখে প্রেমবিলাসের এই গানটি শুনে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ চাপা দিলেন। প্রেমবিলাস বিবর্তই যে সাধ্যবস্তুর শেষ সীমা তা তিনি মেনে নিয়ে বললেন- 'সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়।'

এবার তিনি রামানন্দকে সাধন সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। কারণ সাধন ছাড়া সাধ্যবস্তু লাভ করা যায় না। রামানন্দ বললেন, রাধাকৃষ্ণের লীলা অত্যন্ত গূঢ়, তা দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য সাধনায় জানা যায় না। একমাত্র

মধুর বা কান্তাভাবের সাধনাতেই চরমতম মহাভাবে উন্নীত হওয়া যায়। এ কান্তাভাবের মধ্যে আবার পরকীয়াই শ্রেষ্ঠ। স্বকীয়ভাবের সাধনায় সীমাবদ্ধতা আছে, পরকীয়ভাবে সেই সীমাবদ্ধতা নাই। তাই ব্রজগোপীদের কান্তাভাবই শুধু মহাভাবের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। সেইজন্য রাধাকৃষ্ণ লীলার গূঢ় রহস্য যে কান্তাভাবের গোচর সেখানে কেবল সখীদেরই অধিকার। যে ব্যক্তি সখীভাবের আনুগত্য স্বীকার করে ভজনা করেন তিনিই রাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবারূপ অভীষ্ট বস্তু লাভ করেন। বিধিমার্গের ভজনায় কখনও কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, আবার গোপীভাবের অনুগত না হয়েও কৃষ্ণকে লাভ করা যায় না।

✍ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। সাধ্য-সাধন তত্ত্ব বলতে কী বুঝেন? (১০০ শব্দের মধ্যে)

২। রামানন্দ কী কী ভক্তির কথা বলেছেন ক্রমানুসারে বলুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৯.৪ শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব

চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদের ১০৬ থেকে ১১৪ সংখ্যক পয়ারে রায় রামানন্দ কৃষ্ণতত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, সমস্ত অবতারের মূল, সমস্ত কারণেরও কারণ। শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কিছুর আধার বা আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণের তনু বা দেহ প্রকৃত রক্ত-মাংসে গড়া নয়-তা হল সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়-শুদ্ধসত্ত্বময়। শ্রুতিতে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, ব্রজেন্দ্র নন্দন, সর্বশক্তি সম্পন্ন, সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ এবং সর্বরসপূর্ণ। এই পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের সর্বাতিশায়ী বিকাশ। তিনি পরম ঈশ্বর, সমস্ত ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান। তাঁর থেকেই অন্য সমস্ত ভগবৎ স্বরূপের ভগবত্তা, সর্ব-অবতারী, সমস্তের মূল এবং একমাত্র কারণ। তাঁর কোন পৃথক কারণ বা মূল নাই -তিনি স্বয়ং সিদ্ধ, আশ্রয়-তত্ত্ব-অনন্ত ভগবৎ স্বরূপ। অনন্ত ভগবৎ স্বরূপের অনন্ত ধাম, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড-সমস্তই তাঁর মধ্যে অবস্থিত। কত বড় বিরাট বস্তু, বিরাট তত্ত্ব তবু তিনি শ্রীরাধার প্রেমের বশীভূত। এত বড় বিরাট বস্তু এবং তত্ত্ব হওয়া সত্ত্বেও তিনি সচ্চিদানন্দ তনু, নরবপু। অনাদি এবং সর্বকারণের কারণ হয়েও তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন, ব্রজরাজ নন্দের পুত্র। এই নন্দ-মহারাজ ও মা যশোদাও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকর, তাঁরই স্বরূপ শক্তির অভিব্যক্তি বিশেষ। অনাদিকাল থেকেই তাঁদের অভিমান-তাঁরা কৃষ্ণের পিতামাতা। অন্যদিকে কৃষ্ণেরও অভিমান-তিনি নন্দ-যশোদার পুত্র। এই সম্বন্ধ কেবল অভিমানজাত বাস্তব বা জন্মগত নয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণ অজ-নিত্য। কেবলমাত্র বাৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের এই অভিমান। আর ব্রজেন্দ্র নন্দন শব্দটিতেও তো শ্রীকৃষ্ণের রসিকত্বের তথা বাৎসল্যরস আস্বাদকত্বের প্রচ্ছন্ন উল্লেখ।

নন্দ-যশোদার লাল্য-পাল্যই শুধু নয় তাড়ন-ভর্ৎসনেরও যোগ্য বলে নিজেকে মনে করা সত্ত্বেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ 'সবৈশ্বর্য-সর্বশক্তি-সর্বরসপূর্ণ'। নন্দ-যশোদার স্নেহের পাত্র শিশুরূপেও তিনি স্বয়ং ভগবান। কিন্তু এই ভগবত্তার জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকায় এবং লীলাশক্তির প্রভাবে তিনি যে ভগবান তা নিজে জানেন না, নন্দ-যশোদাও জানেন না। তা যদি জানতেন তাহলে তাঁর মনে ব্রজেন্দ্র নন্দনত্বের অভিমান জাগত না, বাৎসল্য রসের আস্বাদনও সম্ভব হত না। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য পূর্ণতমরূপে বিকশিত থাকা সত্ত্বেও সেখানে ঐশ্বর্যের স্বাতন্ত্র্য নেই। ঐশ্বর্য এখানে মাধুর্যের অনুগত, মাধুর্যের আবরণে আবৃত পরম মধুর। যা কোন ভীতি বা সঙ্কোচের কারণ ঘটায় না। ব্রজে মাধুর্যেরই সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য, তাই ঐশ্বর্যও তার অনুগত। এই কৃষ্ণ বৃন্দাবনে 'অপ্রাকৃত নবীন মদন'। প্রাকৃত বস্তুতে উদ্দাম কামনা জাগিয়ে যিনি মাতাল করে তোলেন তিনি প্রাকৃত মদন। আর অপ্রাকৃত বস্তুতে উদ্দাম-কামনা জাগিয়ে যিনি উন্মত্ত করে তোলেন তাঁকে বলে অপ্রাকৃত মদন।

এর পরই বলা হচ্ছে 'কামগায়ত্রী কাম-বীজে যাঁর উপাসন।' রসত্বের এবং ব্রহ্মত্বের পূর্ণতম বিকাশ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের মধ্যে যেমন অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ, তাঁদের অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান সেইরূপ কামবীজের মধ্যেও ব্রহ্মস্বরূপ প্রণয়ের সমস্ত অর্থ বিদ্যমান। প্রণব ব্রহ্মস্বরূপ, স্বভাবতই অত্যন্ত ব্যাপক, প্রণব অর্থে অনন্ত ভগবৎ স্বরূপকেই বোঝায়, কারণ অনন্ত-ভগবৎ স্বরূপ হলেন প্রণবাত্মক পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন প্রকাশ। সব কিছুর আধার হয়েও ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরম রসময় তেমনি কামবীজ যার মধ্যে প্রণবের সমস্ত অর্থ বিদ্যমান-পরম মধুর, পরম-চিত্তাকর্ষক। কামবীজ এবং প্রণব একই বস্তু হলেও কামবীজের রূপটি হল শুদ্ধ-রসাত্মক। অনন্ত-ভগবৎ-রূপ যেমন সর্বচিত্তহর শ্রীকৃষ্ণের পরম মধুর রূপের আড়ালে আবৃত তেমনি ওঙ্কার রূপ প্রণবের অনন্ত অর্থও কামবীজের পরম চিত্তাকর্ষক রূপের অন্তরালে লুকায়িত।

শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিমান শৃঙ্গার-রস বলে যাঁদের অন্তঃকরণ শৃঙ্গার রসে ভাবিত তাঁদের সবার চিত্তকে আকর্ষণ তো করেনই, সেই সঙ্গে তাঁরা সবাই কান্তারূপে শ্রীকৃষ্ণকে নিজাঙ্গদ্বারা সেবা করার জন্যও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। আবার কৃষ্ণ নিজেও নিজের শৃঙ্গাররূপে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীরাধার মতো নিজের সৌন্দর্য-মাধুর্য-আস্বাদন করতে উৎকণ্ঠিত হন। নিজের সৌন্দর্য-মাধুর্যের দ্বারা কৃষ্ণ যে কেবল পরিকরবর্গের চিত্তই আকর্ষণ করেন তাই নয়, তিনি সমস্ত ভগবৎ স্বরূপের এবং তাঁদের কান্তাদের চিত্তকেও অপহরণ করেন।

✍ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

১। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখুন? (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৯.৫ শ্রীরাধা তত্ত্ব

রামানন্দ মহাপ্রভুকে কৃষ্ণতত্ত্বের কথা বলে রাধাতত্ত্বের কথা বর্ণনা শুরু করলেন- 'এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্বরূপ।' তিনি জানান কৃষ্ণের এত ঐশ্বর্য যে, তিনি সমস্ত অবতারের, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের ও তাঁদের ধামের এবং অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডেরও মূল এবং আশ্রয়। এত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও তিনি শ্রীমতী রাধার প্রেমের বশীভূত। এর থেকেই বোঝা যায় রাধা-প্রেমের অপূর্ব মহিমা। যে শক্তি কৃষ্ণকে আহ্লাদিত করে তার নাম হ্লাদিনী শক্তি। হ্লাদিনী শক্তির চরম পরিণতির নাম প্রেম, আর প্রেমের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি হল ভাব-সেই ভাবের চরম পরিণতি হল মহাভাব। আর সেই,

"প্রেমের পরম সার-'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরানী।।"

সুতরাং যে পরমাশক্তি সচ্চিদানন্দময়, শৃঙ্গার রসরাজ শ্রীকৃষ্ণকে ঐ শৃঙ্গার-রসানন্দ অনুভব করান-তিনিই সেই মহাভাব-স্বরূপা মহাভাবের মূর্তরূপ রাধাঠাকুরানী।

শ্রীমতী রাধা মহাভাবমূর্তি, প্রেমের স্বরূপ এবং প্রেমদ্বারা বিভাবিত। শ্রীরাধার দেহ প্রেমের দ্বারাই গঠিত, তিনি প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ। কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক মনোবৃত্তি ছাড়া অন্য কোনরূপ মনোবৃত্তি তাঁর মনে স্থান পায় না। শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশ তাঁর কর্মভূষণ। সুন্দরী স্ত্রীলোকেরা যেমন কর্ণভূষণের জন্য লালায়িত থাকেন তেমনি শ্রীমতী রাধাও শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ ও যশ শ্রবণের জন্য সর্বদা লালায়িত থাকেন। গোবিন্দলীলামৃতে বলা হয়েছে শ্রীমতী রাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের জন্মভূমি, অনুপম গুণসম্পন্না রাধাই তাঁর একমাত্র প্রেয়সী। যে সত্যভামা রমণীকুলের মধ্যে সর্বাধিক সৌভাগ্যশালিনী সেই সত্যভামাও রাধার সৌভাগ্য-গুণ পাবার বাসনা করেন। ব্রজগোপীগণ কলা-বিলাসে সুপণ্ডিত হয়েও শ্রীরাধার কাছে কলা-বিলাস শিক্ষা করেন। লক্ষ্মী ও পার্বতী সুন্দরীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হলেও শ্রীমতী রাধার সৌন্দর্যের কাছে তা নগণ্য, তাই তাঁরা শ্রীমতী রাধার মতো সৌন্দর্য কামনা করেন। বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী পতিব্রতাদের শিরোমণি হওয়া সত্ত্বেও রাধার মতো পতিব্রতার ধর্মলাভ করতে বাসনা করেন। শ্রীমতী রাধার গুণ অনন্ত, এজন্যই শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও শ্রীরাধার গুণের সীমা পান না। কৃষ্ণরাধার গুণের অন্ত না পেলেও কিন্তু তাঁর সর্বজ্ঞতার হানি হয় না। তার কারণ শ্রীমতী রাধার গুণইতো অন্তহীন, সুতরাং কৃষ্ণ তাঁর অন্ত পাবেন কিভাবে? যা নাই তা তিনি-ই বা কিরূপে পাবেন? এইভাবেই রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর কাছে রাধাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'গ'

১। 'রাধা তত্ত্ব' বিষয়টি নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখুন? (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৯.৬ প্রেমবিলাসবিবর্ত

মহাপ্রভু যখন রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্বের কথা শুনতে চাইলেন, রামানন্দ তখন শ্রীকৃষ্ণের ধীর ললিতত্বের কথা বললেন। বললেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই মহান বিলাসের কথা কিন্তু এত বড় মহত্ত্বের কথা শুনেও মহাপ্রভুর তৃপ্তি হল না। তিনি আরও কিছু শুনতে চাইলেন। রামানন্দ স্বীকার করলেন, রাধাকৃষ্ণের বিলাস মহত্ত্বের একটি গূঢ়তম রহস্য আছে ঠিকই, তাঁর নিজেরই লেখা একটি গীতে তিনি তার ইঙ্গিত দেবারও চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা কতটা সার্থক হয়েছে তা তিনি জানেন না। সুতরাং সেই গীতটি শুনে মহাপ্রভুর বাসনা তৃপ্তিলাভ করবে কিনা সেই সন্দেহ প্রকাশ করেই তিনি তাঁর গানটি মহাপ্রভুকে শোনালেন। গানটি শুনে মহাপ্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ চেপে ধরলেন। রামানন্দের গীতটি-

"না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহু মন মনোভব পেষল জানি।।"

এই অংশের মধ্যেই বিলাস-মহত্ত্বের গূঢ়তম রহস্যটি নিহিত আছে। কিন্তু সেই রহস্যটি কি? 'প্রেম-বিলাস-বিবর্ত' শব্দটি আলোচনা করলে তার কিছু সমাধান মেলে। 'বিবর্ত' অর্থাৎ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং রহস্যময়। শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতের টীকাভাষ্যে 'বিবর্তে'-র অর্থ লিখেছেন- 'বিপরীত'। জীব গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণির উদ্দীপন-বিভাব-প্রকরণে 'বিবর্তঃ' শব্দের অর্থ লিখেছেন- 'পরিপাকঃ।' আর বিবর্তের সাধারণ ও সর্বজনবিদিত অর্থ হল ভ্রম। প্রেমবিলাস বিবর্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই তিনটি অর্থেরই উপযোগিতা আছে।

প্রেমবিলাস বিবর্ত শব্দের অর্থ হল প্রেমবিলাসের পরিপক্কতা বা চরমোৎকর্ষাবস্থা। এই অবস্থায় দুটি লক্ষণ প্রকাশ পায়-বৈপরীত্য ও ভ্রান্তি। কোন কোন বস্তু চোখে দেখা যায় না শুধু লক্ষণদ্বারাই তাকে চেনা যায়, তেমনি প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষ অবস্থাটিও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রাহ্য নয়, বাইরের লক্ষণ নিয়েই এর অস্তিত্বের অনুমান করে নিতে হয়। হয়ত এজন্যই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী একটিমাত্র লক্ষণের উল্লেখ করেছেন-বিপরীত বা বৈপরীত্য। কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে লেখা আছে- "বিলাসমাত্রৈক তন্ময়তাতেই কামক্রীড়ার চরমাবস্থা।" বিলাসের চরমোৎকর্ষ অবস্থায় বিলাস-মাত্রৈক তন্ময়তা তখনই জন্মে যখন একমাত্র বিলাসব্যতীত আর কোন ব্যাপারে, এমনকি নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও নায়ক নায়িকার কোন জ্ঞান থাকে না, স্মৃতি থাকে না। কীভাবে বিলাসের বৈচিত্র্য সাধিত হবে, কীভাবে বিলাসের আনন্দ বর্ধিত হবে -এসব তখন তাদের একমাত্র অনুসন্ধানের বিষয় হয়। অথচ সেই অনুসন্ধান কে করছে, সেই অনুভূতিও যখন তাঁদের থাকে না, তখনই সেই ক্রম-বর্ধমান চরম উৎকণ্ঠাবশতঃ নায়ক-নায়িকার চেষ্টার বৈপরীত্য সম্ভব হতে পারে। "না সো রমণ না হাম রমণী" -বাক্যে সেই বৈপরীত্যেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই বৈপরীত্যের অব্যবহিত হেতু হল- ভ্রান্তি তথা নায়ক-নায়িকার আত্মবিস্মৃতি। এই ভ্রান্তি আবার বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তার ফল, যা চরমোৎকর্ষাবস্থার পরিচায়ক। এখানে বিবর্ত শব্দের

তিনটি অর্থই গৃহীত হয়েছে। প্রধান অর্থ পরিপক্কতা বা চরমোৎকর্ষ অবস্থা, তার ফল ভ্রান্তি এবং বৈপরীত্য।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন এই বৈপরীত্য প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার একটি বাইরের লক্ষণমাত্র। বিলাসমাত্রৈক তন্ময়তাজনিত ভেদজ্ঞান-রাহিত্যেই যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিলাসের চরম পরাকাষ্ঠা, চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে কবি কর্ণপূরও সেকথা বলেছেন। তবে রামানন্দ এখানে কেবল কৃষ্ণের কথাই বলেছেন, রাধার কথা কিছু বলেননি, সেইজন্য মহাপ্রভুও তৃপ্তিলাভ করতে না পেরে রামানন্দকে খোলাখুলি সব বলতে বললেন। রামানন্দ কিন্তু এরপরও খুলে না বলে তার ইঙ্গিত দিলেন মাত্র।প্রেম যতই গাঢ়তা লাভ করে কৃষ্ণের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে মিলনের উৎকণ্ঠাও তত বাড়তে থাকে। মাদনাখ্য মহাভাববর্তী রাধার মধ্যে যখন এই উৎকণ্ঠা চরম পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তখন তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠাও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইরূপ উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাঁরা যখন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হন তখন প্রেমের স্বরূপগত ধর্মেই তাঁদের উৎকণ্ঠা প্রশমিত না হয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকে। রাধাকৃষ্ণের মিলন সময়ে উভয়ের ভেদজ্ঞানরহিত প্রেমভক্তির যে চরম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েছে রামানন্দ মহাপ্রভুর কাছে তাই ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন। প্রেমবিলাস-বিবর্তে এরই অভিব্যক্তি। রায় রামানন্দের গীত-

"পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল।।
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহু মন মনোভব পেষল জানি।।"

-এই বাক্যাংশেই প্রেম পরিপাকের চরম পরাকাষ্ঠা-প্রেম বিলাস-বিবর্ত সূচীত হয়েছে। মায়ার আবরণ দূর হয়ে গেলে শুদ্ধজীব নির্বিশেষে ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে যায়, ব্রহ্মের সঙ্গে তার আর কোন প্রভেদ থাকে না। কিন্তু প্রেমবিলাস বিবর্তে রাধাকৃষ্ণের যে অভেদত্বর কথা বলা হয়েছে, সেখানে উভয়ের কেউ-ই নির্বিশেষ ব্রহ্মা নন, তাঁরা অনাবৃত সবিশেষ ব্রহ্মা, একই রসস্বরূপ-সামাজিক আনন্দরূপ ব্রহ্মা। মন এক হয়ে যাওয়ায় মনের ভাবও একইরূপ লাভ করেছে। পূর্বে রমণের মনোভাব ছিল রমণীর সুখ-সম্পাদন এবং রমণীর মনোভাব ছিল রমণের সুখোৎপাদন। কিন্তু উভয়ের মন তথা মনোভাব যখন একরূপ হয়ে গেল তখন কে রমণী আর কে রমণ এই অনুসন্ধিৎসারই বিলুপ্তি ঘটল।

প্রেমবিলাস বিবর্তে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের বিলাসের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। শ্রীমতী রাধা মহাভাব স্বরূপা, মহাভাবের চরমতম বিকাশ মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র রাধাতেই বর্তমান। প্রেমের চরমতম বিকাশ যেখানে সেখানেই প্রেমবিলাস চরম বৈচিত্র্যময়, সেখানেই বিলাস মহত্ত্বের চরমতম বিকাশ। প্রেমের গাঢ়তা যতই বৃদ্ধি পায়, সেবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উৎকণ্ঠাও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। মাদনাখ্য মহাভাবে প্রেমের গাঢ়তার চরম-পরাকাষ্ঠা বলে মাদনে উৎকণ্ঠারও চরম পরাকাষ্ঠা। এই

চরম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত ঔৎকণ্ঠাবশতই কৃষ্ণের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন মিলনকেও রাধিকার ভগ্ন বলে মনে হত। বিলাস-বিষয়াদি ব্যতীত অন্য সব বিষয়েই তাঁর বুদ্ধি বিলুপ্ত হত, বিহারাদিতেও বৈপরীত্য সৃষ্টি হত। এসব থেকেই বোঝা যায় প্রেমবিলাস-বিবর্তও মাদনেরই একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। বিবর্ত শব্দের তিনটি অর্থই ভ্রান্তি, বৈপরীত্য এবং পরিপক্কতা এখানে প্রকাশিত। প্রেমের চরম পরিপক্কতাজনিত চরমপরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত উৎকণ্ঠাবশতঃ বিলাসাদিতে বৈপরীত্য এবং বাস্তব মিলনকেও স্বাপ্নিক প্রতীতিরূপ ভ্রান্তি প্রদর্শনের মাধ্যমেই তা পরিস্ফুট হয়েছে।

৯.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একটি দার্শনিক গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভাববস্তু ফুটে উঠেছে। এছাড়াও রায় রামানন্দের চৈতন্যদেবের কথোপকথনে বর্ণিত সাধ্য-সাধন তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব, শ্রীরাধা তত্ত্ব, প্রেমবিলাসবিবর্তের সম্পর্কে সম্যক আলোচনা হয়েছে।

৯.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- অধ্যায়টি পাঠ করে সাধ্যসাধন তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারলাম।
- এই অধ্যায়টিতে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব, শ্রীরাধা তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারলাম।
- অধ্যায়টি পাঠ করে প্রেমবিলাসবিবর্ত তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারলাম।

৯.৯ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (২০১৭); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; কলকাতা : প্রজ্ঞাবিকাশ
- চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮); বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা; কলকাতা : তুলসী প্রকাশন
- মজুমদার, শ্রী সুবোধচন্দ্র (১৯৪১); কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'; কলিকাতা : পি সি মজুমদার এন্ড ব্রাদার্স
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (২০১৬-২০১৭); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা-০৭৩; মডার্ণবুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

৯.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ই হল সাধ্য-সাধন তত্ত্বের উন্মেষ।..... জীবের কাম্য বা সাধ্য বস্তু কী এবং তা লাভের জন্য উপায় বা সাধন কী তা নির্ণয় করার তত্ত্বই হল সাধ্য-সাধন তত্ত্ব। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: মহাপ্রভু রামানন্দকে প্রথমেই প্রশ্ন করেছেন জীবের সাধ্য বস্তু কি তা প্রমাণ সহ আলোচনা করতে। উত্তরে রামানন্দ প্রথমেই বললেন, বিষ্ণু ভক্তি হল জীবের সাধ্য আর তার উপায় বা সাধন হল স্বধর্মাচরণ।.....এরপর রামানন্দ রাধাতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্বের কথাও বললেন।-এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদের ১০৬ থেকে ১১৪ সংখ্যক পয়ারে রায় রামানন্দ কৃষ্ণতত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।..... নন্দ-যশোদার লাল্য-পাল্যই শুধু নয় তাড়ন-ভর্ৎসনেরও যোগ্য বলে নিজেকে মনে করা সত্ত্বেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ "সবৈশ্বর্য-সর্বশক্তি-সর্বরসপূর্ণ"।..... নিজের সৌন্দর্য-মাধুর্যের দ্বারা কৃষ্ণ যে কেবল পরিকরবর্গের চিত্তই আকর্ষণ করেন তাই নয়, তিনি সমস্ত ভগবৎ স্বরূপের এবং তাঁদের কান্তাদের চিত্তকেও অপহরণ করেন। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'গ'

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: রামানন্দ মহাপ্রভুকে কৃষ্ণতত্ত্বের কথা বলে রাধাতত্ত্বের কথা বর্ণনা শুরু করলেন- 'এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ত্বরূপ।' .....শ্রীমতী রাধা মহাভাবমূর্তি, প্রেমের স্বরূপ এবং প্রেমদ্বারা বিভাবিত। ..... তার কারণ শ্রীমতী রাধার গুণইতো অন্তহীন, সুতরাং কৃষ্ণ তাঁর অন্ত পাবেন কিভাবে? যা নাই তা তিনি-ই বা কিরূপে পাবেন? -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

? ৯.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ অবলম্বনে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২।কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ অবলম্বনে 'প্রেমবিলাসবিবর্ত' সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব', 'শ্রীরাধা তত্ত্ব' সম্পর্কে আলোচনা করুন।

*** *** ***